ফর্ম নং জে (২)

কলকাতা উচ্চ আদালতে

সাংবিধানিক রিট বিচার ক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

২০১৩ সালের ডাবলু পি এ ২১৭৪৬

পঙ্কজ কুমার সিনহা

বনাম

কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ও অন্যান্য।

আবেদনকারীর জন্যঃ শ্রী গোবিন্দ চৌধুরী
শ্রী বিকাশ চৌধুরী

বাঙ্কের পক্ষের উত্তরদাতা শ্রী প্রদীপ কুমার দত্ত বরিষ্ঠ আইনজীবী
শ্রী সুশান্ত পাল
শ্রী প্রদীপ্ত বসু

শুনেছেনঃ ১০.১০.২০২৩

রায়ঃ **২০২৩ সালের ১০ই অক্টোবর**

বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী,

১. বর্তমান রিট আবেদনের বিরোধটি আবেদনকারীর দেওয়া পদত্যাগপত্র গ্রহণকে কেন্দ্র করে।

২. আবেদনকারীর মামলা হলো, তিনি কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডে কর্মরত ছিলেন এবং সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেডের বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত ছিলেন। আবেদনকারীর মতে, চাকরির শর্তাবলী, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারী উভয়কেই একে অপরকে তিন মাসের নোটিশ বা তিন মাসের বেতন প্রদানের মাধ্যমে নিয়োগ চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

৩। সাধারণভাবে আবেদনকারী ২০০৬ সালের ২৫শে আগস্ট সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেডের চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন এবং এই চিঠির মাধ্যমে নোটিশ পে জমা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে উত্তরদাতাদের নোটিশ পে-এর কারণে জমা দেওয়ার সঠিক পরিমাণ স্পষ্ট করার অনুরোধ করেছিলেন। আবেদনকারীর মতে, উক্ত পদত্যাগপত্র যথাযথ চ্যানেলের মাধ্যমে জমা দেওয়া হয়েছিল।

৪. আবেদনকারীর আবেদনের জবাবে, সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক, ২৯শে আগস্ট, ২০০৬ তারিখে লিখিতভাবে একটি যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদনকারীর পদত্যাগের চিঠির উল্লেখ করে, তাকে নোটিশ বেতনের বিপরীতে নিয়ম অনুযায়ী তিন মাসের মৌলিক, এবং মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) এর সমতুল্য পরিমাণ জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

৫। আবেদনকারী দাবি করেছেন যে সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপকের জারি করা পূর্বোক্ত নির্দেশ মেনে আবেদনকারী তিন মাসের বেসিক প্লাস ডিএ-র জন্য ১ লক্ষ টাকা জমা করেছিলেন এবং সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেডের জারি করা রসিদটি সংযুক্ত করার সময়, শেষ বেতন স্লিপটি সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপকের কাছে ৩১শে আগস্ট, ২০০৬ তারিখে লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল এই বিষয়ে আরও পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।

৬. নোটিশ জমা দেওয়া সত্ত্বেও এবং মহাব্যবস্থাপকের কাছে তা জানানো সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, আবেদনকারী ১২ই অক্টোবর, ২০০৬ তারিখে লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে ডিরেক্টর (পার্স), সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেডকে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার অনুরোধ করেছিলেন। এর পরে ১২ই নভেম্বর, ২০০৬ তারিখে আরেকটি যোগাযোগ করা হয়েছিল, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে পদত্যাগপত্র গ্রহণে অত্যধিক বিলম্বের কারণে, উক্ত চিঠিটি ১৪ই নভেম্বর, ২০০৬ থেকে কার্যকরভাবে চার্জ ত্যাগের হিসাবে বিবেচিত হবে।

৭। রেকর্ডগুলি প্রকাশ করে যে ১১ই ডিসেম্বর, ২০০৬ তারিখের একটি লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদনকারীকে সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক জানিয়েছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন বলে গণ্য করা যাবে না।

৮. আবেদনকারীর পদত্যাগপত্র গ্রহণের বিষয়ে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ নীরবতা থাকায়, আবেদনকারী ২১ * মার্চ, ২০০৭ তারিখের লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপককে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে এবং তাঁর চূড়ান্ত সুবিধাগুলি প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

৯। ২৪শে মার্চ, ২০০৭ তারিখের একটি নোটিশের মাধ্যমে আবেদনকারীর যোগাযোগের জবাবে, পার্সোনেল ম্যানেজার (EE) আবেদনকারীকে জানান যে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড আজ পর্যন্ত আবেদনকারীর পদত্যাগপত্র গ্রহণের বিষয়টি তাদের কাছে জানায়নি।

উক্ত চিঠির পর ১২ই এপ্রিল, ২০০৭ তারিখে মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক লিখিতভাবে আরও একটি যোগাযোগ জারি করা হয়, যাতে জানানো হয় যে, সাধারণ কয়লা ক্যাডারের ১৫.৩ ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে খনি সুপারিনটেনডেন্ট পদ থেকে আবেদনকারীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে রাজি না হওয়া আবেদনকারীর পদত্যাগের বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের সামনে রাখা হয়েছে এবং তাই দায়িত্ব থেকে তাঁর অনুপস্থিতিকে অননুমোদিত অনুপস্থিতি হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

১০। উপরোক্ত মেমো পেয়ে আবেদনকারী পুরোপুরি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে, আবেদনকারী ৮ই জুলাই, ২০০৭ তারিখে একটি লিখিত চিঠির মাধ্যমে জেনারেল ম্যানেজার সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেডের কাছে একটি উপস্থাপনা করেছিলেন, যাতে তাঁকে জানানো হয়েছিল যে কমন কোল ক্যাডারের ১৫.৩ ধারার বিধানগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পড়া যাবে না যাতে আবেদনকারীর পদত্যাগপত্র দেওয়ার বৈধ অধিকারকে পরাজিত করা যায় এবং এই ধরনের চিঠির মাধ্যমে আরও একবার তাঁকে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে এবং তাঁর চূড়ান্ত সুবিধাগুলি ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

১১. দুর্ভাগ্যবশত, মহাব্যবস্থাপক ৮ শতাংশ অক্টোবর, ২০০৭ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে আবেদনকারীকে ৩০শে আগস্ট, ২০০৭ তারিখের একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন।

১২. অবিলম্বে, উপরোক্ত যোগাযোগ প্রাপ্তির পরে, আবেদনকারী ৫ই ডিসেম্বর, ২০০৭ তারিখের লিখিত নোটিশ দ্বারা চার্জশিটে সাড়া দিয়েছিল এবং আহ্বান করেছিল

সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেডের চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে অবিলম্বে উক্ত অবৈধ স্মারকলিপি প্রত্যাহার করবেন, যা আবেদনকারীর মতে নির্বাহী ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করে জারি করা হয়েছিল।

১৩. দুর্ভাগ্যবশত আবেদনকারীর জন্য উত্তরদাতা নং. ৪ ৩০শে আগস্ট, ২০০৭ তারিখের অভিযোগপত্র প্রত্যাহার করার পরিবর্তে আবেদনকারীর অননুমোদিত অনুপস্থিতির ভিত্তিতে আরেকটি অভিযোগপত্র জারি করেন, যা ১৫ই নভেম্বর, ২০০৬ থেকে ১৭ই জানুয়ারি, ২০০৮ পর্যন্ত কার্যকর হয়।

১৪। ২০০৮ সালের ৭ই মার্চ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, উত্তরদাতা নং ৪ একপক্ষীয় তদন্তের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে ৩০শে আগস্ট, ২০০৭ তারিখের চার্জশিটের ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত করে এবং সংহত প্রভাব ছাড়াই এক বছরের জন্য একটি ইনক্রিমেন্ট আটকে রাখার জন্য সামান্য জরিমানা আরোপ করে।

১৫। আবেদনকারী বলেন যে, পরবর্তীকালে, ১১/১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখের একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে উত্তরদাতা নং ৪-এর সাথে আরও ভাল বোধগম্যতা অর্জনের পরে আবেদনকারীকে ১৭ই জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখের অভিযোগ স্মারকলিপির সাথে সম্পর্কিত তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হয়েছিল এবং তারপরেও, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা ২৮শে মার্চ, ২০১২ তারিখের অনুমোদনের ভিত্তিতে ২৬শে এপ্রিল, ২০১২ তারিখের একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারীকে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ থেকে কার্যকরভাবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণের বিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, আবেদনকারীকে তার দখলে থাকা কোম্পানির জিনিসপত্র/কোয়ার্টার হস্তান্তর করতে এবং "কোন বকেয়া নেই" সার্টিফিকেট নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

১৬. আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী শ্রী চৌধুরী বলেছেন যে, ২০১৩ সালের ৯ই জানুয়ারি তারিখে পূর্বোক্ত আদেশ অনুসারে এবং তার শর্তাবলী অনুসারে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানিয়েছিল যে, আবেদনকারীকে প্রদেয় গ্র্যাচুইটির জন্য ৪,১৪,৬৮৫.৯৬ টাকার অনুমোদনের বিষয়ে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, রেকর্ড করে যে ১১,৮৯৪.৪০ টাকার একটি যোগফল ৭ই মার্চ, ২০০৮-এর আদেশের মাধ্যমে একটি ইনক্রিমেন্ট আটকে রাখার কারণে জরিমানার সাথে সামঞ্জস্য করা হবে।

১৭. শ্রী চৌধুরী বলেছেন যে আবেদনকারীর দোষ না থাকা সত্ত্বেও উত্তরদাতারা আবেদনকারীর কাছ থেকে অবৈধভাবে Rs.১১,৮৯৪.৪০p কেটে নিয়েছিলেন, ২০০৮ সালের ৭ই মার্চের আদেশের মাধ্যমে একটি ইনক্রিমেন্ট আটকে রাখার অনুমিত শাস্তির ভিত্তিতে আবেদনকারীর ইরেচুইটি থেকে। শ্রী চৌধুরীর মতে, পূর্বোক্ত আইনটি আইনে অনুমোদিত হয়নি, বিশেষত এই তথ্যের আলোকে যে আবেদনকারী ২০০৬ সালে তার পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলেছিলেন, তবে, উত্তরদাতাদের ব্যর্থতার কারণে পদত্যাগ গ্রহণ প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হয়েছিল।

১৮. তবে, শ্রী চৌধুরী দাখিল করেছেন যে আবেদনকারীকে ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত চাকরিতে থাকার কারণে, আবেদনকারী পুরো সময়ের জন্য ধারণাগত সুবিধা পাওয়ার অধিকারী, যদিও তিনি অকপটে দাবি করেছেন যে আবেদনকারী উক্ত সময়ের জন্য প্রকৃত বেতন পাওয়ার অধিকারী হতে পারবেন না কারণ আবেদনকারী স্বীকার করেছেন যে তিনি তার দায়িত্ব পালন করেননি।

১৯. অন্যদিকে, উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রবীণ আইনজীবী শ্রী দত্ত বলেন যে, সাধারণ কয়লা ক্যাডারের বিধানে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, পদত্যাগপত্র গ্রহণের পরই যে কোনও কর্মচারীকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে যে কোনও কারণেই হোক, ২৬শে এপ্রিল, ২০১২ তারিখে গ্রহণপত্র জারি করা হয়েছিল। যেহেতু, উত্তরদাতারা আবেদনকারীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি, তাই আবেদনকারীর দায়িত্বের জন্য রিপোর্ট করা বাধ্যতামূলক ছিল যা তিনি করেননি। দায়িত্বের জন্য রিপোর্ট না করা আবেদনকারীর দায়িত্ব ছিল যে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া উত্তরদাতাদের উপর ছিল যা তারা করেছিল। ১১ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ তারিখের আদেশ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে আবেদনকারীকে অবশ্য ১৭ই জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখের স্মারকলিপি সম্পর্কিত তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তিনি জমা দিয়েছেন যে বিবাদীরা আবেদনকারীর পক্ষে টার্মিনাল সুবিধাগুলি বিতরণের পথে দাঁড়াতে আগ্রহী নন। মিঃ দত্ত জমা দিয়েছেন যে যদি কোনও পরিমাণ বকেয়া পাওয়া যায় এবং আবেদনকারীকে আইনত প্রদেয় হয়, তবে তা আবেদনকারীর পক্ষে বিতরণ করা হবে।

২০. সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিলদের কথা শুনেছি এবং নথিতে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করেছি। আমি দেখতে পাচ্ছি যে আবেদনকারী -এ একটি যোগাযোগের মাধ্যমে তার পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। ২৫শে আগস্ট, ২০০৬ তারিখের লেখা এবং এই ধরনের চিঠির মাধ্যমে যখন

বাধ্যতামূলক তিন মাসের নোটিশ বেতন জমা দেওয়ার জন্য তার প্রস্তুতি এবং ইচ্ছা প্রকাশ করে, উত্তরদাতাদের অনুরোধ করা হয়েছিল যে তার দ্বারা প্রদত্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণের পরিমাণ স্পষ্ট করার জন্য। মনে হয় যে মহাব্যবস্থাপক, ২৫ আগস্ট, ২০০৬ তারিখের একটি লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদনকারীর জারি করা পদত্যাগপত্রের বিষয়টি বিবেচনা করে আবেদনকারীকে জানিয়েছিলেন যে আবেদনকারীকে নোটিশ বেতনের বিরুদ্ধে নিয়ম অনুসারে তার তিন মাসের বেসিক প্লাস ডিএ-এর সমতুল্য পরিমাণ জমা করতে হবে। উপরোক্ত নির্দেশ মেনে, আবেদনকারী যথাযথভাবে নোটিশ পে পিরিয়ডের জন্য ১১০১৯৬ টাকা জমা করেছিলেন, যা তিন মাসের বেসিক প্লাস ডিএ-এর সমতুল্য ছিল। সেন্ট্রাল কোলফিল্ড লিমিটেড, নগদ বিভাগ কর্তৃক জারি করা রসিদ সহ উপরোক্ত আমানতের তথ্য, তাঁর মৌলিক বেতন এবং মহার্ঘ ভাতা নির্দেশ করে তাঁর শেষ বেতনের স্লিপ, সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ১৩ আগস্ট, ২০০৬ তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল যাতে তারা আরও পদক্ষেপ নিতে পারে। উপরোক্ত পরিমাণ বরাদ্দ করা সত্ত্বেও এবং আবেদনকারীর দেওয়া পদত্যাগের ভিত্তিতে কাজ করা সত্ত্বেও, উত্তরদাতারা প্রক্রিয়াটি শেষ করেননি এবং তা মুলতুবি রেখেছিলেন।

২১। মজার বিষয় হল, উত্তরদাতারা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দুটি পৃথক চার্জশিট জারি করে এবং আবেদনকারীকে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত বলে বিবেচনা করে তদন্ত শুরু করেন নিজেই। একটি বিভাগীয় তদন্ত কেবল শুরু করা হয়নি কিন্তু

একপক্ষীয়ভাবে অগ্রসর হয় এবং আবেদনকারীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। পরে আরও ভাল বোধ হওয়ার পরে, আবেদনকারীকে ১৭ই জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখের চার্জশিটের ক্ষেত্রে ১১ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ তারিখের একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে খালাস দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাচক্রে, আবেদনকারীর পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার এবং নোটিশ জমা দেওয়ার তারিখ থেকে প্রায় ছয় বছর পরে উত্তরদাতারা আবেদনকারীর পদত্যাগপত্রের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন এবং ২৬শে এপ্রিল, ২০১২ তারিখের লিখিত নোটিশের মাধ্যমে আবেদনকারীকে একই কথা জানিয়েছিলেন। তারপরেই আবেদনকারীকে তার টার্মিনাল সুবিধা বিতরণ করা হয়েছিল। এইভাবে, আবেদনকারীকে তার তালিকাতে ধরে রাখার পরে, আমার মতে, উত্তরদাতারা আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য বেতন সংশোধন সহ সমস্ত সুবিধা প্রসারিত করতে বাধ্য। তবে, এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে আবেদনকারী প্রকৃতপক্ষে উত্তরদাতাদের সাথে কাজ করেননি, আবেদনকারী প্রকৃত আর্থিক সুবিধার অধিকারী হবেন না তবে আবেদনকারীকে তার পদত্যাগপত্র গ্রহণের তারিখ অর্থাৎ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন চাকরিতে থাকার মাধ্যমে তার সমস্ত টার্মিনাল সুবিধা গণনা করা হবে এবং আবেদনকারী সকলেই কেবল ধারণাগত সুবিধার অধিকারী হবেন।

২২. উপরে উল্লিখিত তথ্যে, উত্তরদাতাদের প্রদেয় টার্মিনাল সুবিধাগুলি পুনরায় গণনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আবেদনকারী এখানে প্রদত্ত নির্দেশের ভিত্তিতে এবং

এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীর পক্ষে এটি বিতরণ করুন।

২৩. এটা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষগণ বাধ্য থাকবে ইস্তফা গ্রহণের তারিখ থেকে প্রকৃত অর্থ প্রদানের সময় পর্যন্ত প্রতি বছর ১০ শতাংশ হারে চূড়ান্ত আইনি ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য হারে গ্রাচুইটির উপর সুদ প্রদানের জন্য। গ্রাচুইটি গণনার সময়, প্রতিপক্ষগণ আবেদনকারী কর্তৃক ৩রা মে, ২০১২ তারিখে প্রদত্ত চিঠিতে ১১,৮৯৬.৪০ টাকা অর্থের একটি পরিমাণকে জরিমানা হিসেবে সমন্বয় করার জন্য যে অঙ্গীকারপত্র দেওয়া হয়েছে তা উপেক্ষা করবে, যা তার বিরুদ্ধে ৭ই মার্চ, ২০০৮ তারিখে জারি করা এক আদেশের ভিত্তিতে এক ইনক্রিমেন্ট আটকের জন্য দেওয়া হয়েছিল, কারণ, স্বীকারোক্তিভাবে এই সময়কালে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে কোনো তদন্ত হতে পারেনি কারণ আবেদনকারী ইতিমধ্যেই তার পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন এবং প্রতিপক্ষগণ ইতিমধ্যেই তার ভিত্তিতে কাজ করেছিল, যদিও এর আনুষ্ঠানিক গ্রহণ তখনও মুলতুবি ছিল। এর বাইরে ১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখের আদেশের আলোকে এবং তাতে প্রদত্ত যুক্তির ভিত্তিতে, ৭ই মার্চ, ২০০৮ তারিখের আদেশ যার মাধ্যমে এক বছরের জন্য এক ইনক্রিমেন্ট আটকানোর শাস্তি আবেদনকারীর উপর আরোপিত হয়েছিল, তা টিকে থাকতে পারে না এবং সেই অনুযায়ী তা বাতিল ও অবলুপ্ত করা হলো।

২৪. উপরোক্ত মন্তব্য/নির্দেশনা সহ রিট আবেদন নিষ্পত্তি করা হলো।

(বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly